যুক্তরাজ্যে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ

উচ্চ শিক্ষার জন্য যেতে পারেন United Kingdom। পড়াশুনার পাশাপাশি কাজের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। প্রতি বছর বাংলাদেশ থেকে প্রচুর ছাত্রছাত্রী UK পড়াশুনা করতে যাচ্ছে। UK তে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি নিয়ে আলোচনা করা হলো। নিয়ে UK ভর্তি সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য দেয়া হলো:

ভর্তির জন্য আবেদন ঃ এইচএসসি পাস করার পর. আবেদন করার সঠিক সময় অনার্স বা ব্যাচেলর ডিগ্রী এছাড়া মাস্টার্স বা এমবিএ-তে পড়াশুনার জন্য আবেদন করা যায়।

ভর্তির সময় : জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, এপ্রিল, জুন, জুলাই, সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবর।

বিষয়সমূহ : Accounting Business

অন্যদেশে পড়াশোনা

studies, Agricultural Science, Art, Design and Electronic Arts, Banking and Finance, Biological and Health Sciences, Business Administration, Computer Science, Computer Information System, Computer Networking, Dance, Drama, Music and Performing Arts, Economics, Engineering, English and Mass Communication, E-Commerce, Finance , and Accounting, Hospitality & Management, Human Resource, Humanities and Cultural Studies, International Business, Information Technology, Information Science, Internet and E-Commerce, Journalism, Law and Criminology, Marketing, Management, Management Information Systems, Management Leadership, Management & Development, Mathematics, Medicine, Modern European Languages, Social Sciences, Teaching and Education, Travel & Tourism, Web Design, Work Based Learning and more...

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম : শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামটি আগে www.dfes.gov.uk এখানে আছে কিনা চেক করে নেন যদি না থাকে তবে এ কলেজটি সরকার অনুমোদিত না এবং ব্লাক লিস্টের কলেজ এক্ষেত্রে ভিসা না হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

ভর্তির নিয়মাবলী : ইন্টারনেট থেকে ভর্তি ফরম সংগ্রহ করে তা পূরণ করে (কলেজের নিয়ম অনুযায়ী) ভর্তি ফীসহ জমা দিতে হবে। কলেজ থেকে ভর্তির কাগজ পাওয়ার পর ছাত্রছাত্রী টিউশন ফি কলেজের নামে ড্রাফট করে পাঠিয়ে দেবে। কলেজ ড্রাফট রিসিভ করার পর ইনরোলমেন্ট পাঠাবে যেখানে টিউশন ফি প্রদানের কথা উল্লেখ থাকবে। দূতাবাসের নিয়ম অনুযায়ী অন্যান্য কাগজপত্র তৈরি করে তা ভিএফএস উই কে জমাদিতে হবে।

ভিসার জন্য প্রয়োজনীয় . শিক্ষাগত যোগ্যতার কাগজ, স্পনসরের বৃত্তান্ত (ব্যাংক ব্যালেন্স, ল্যান্ডপ্রপার্টি, ফিক্সড ডিপোজিট, আয়ের উৎস), আন্তর্জাতিক পাসপোর্ট, IELTS থাকলে *ভাল। ইংরেজী মিডিয়ামের জন্য দরকার নেই।*

স্পন্সর সম্পর্কিত তথ্য : লন্ডনে ভিসার ব্যাপারে যে বিষয়টার প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয় তা হলো আর্থিকভাবে সচ্ছল হওয়া। তাই যে অভিভাবক ছাত্রছাত্রীর পড়াশোনার খরচ চালানোর দায়িত্ব নেবে সেই অভিভাবক পৃথিবীর যে কোন দেশ থেকে যে কেউ ছাত্রছাত্রীকে স্পন্সর করতে পারে এবং ভিসার জন্য কাগজপত্র জমা দেয়ার পূর্বের ছয় মাসের ব্যাংক স্টেটমেন্ট দেখাতে হবে। সেটা কারেন্ট/সেভিংস/ফিক্সড হতে পারে।

টিউশন ফী প্রদান : ভর্তির পর *টিউশন ফী প্রথম* অবস্থায় সর্বনিম্ন ১০০০ পাউন্ড বা সর্বমোট টিউশন ফী ৫০% ভাগ পাঠাতে হবে।

টিউশন ফী ফেরত : ভিসা রিফিউজের ক্ষেত্রে কলেজে আবেদন করলে তারা প্রসেসিং-এর কাজ সম্পন্ন করে ৬-৮ সপ্তাহের মধ্যে টাকা রিফান্ড করে তবে কিছু ক্ষেত্রে তারা টিউশন ফি থেকে কিছু ফী কেটে রাখে। এটাও নির্ভর করে কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপরে।

ভিসা সংক্রান্ত তথ্য : ভিসা ফী ১২,৫৮৫/- টাকা। ভিসা পাওয়া তেমন কঠিন ব্যাপার নয়, যদি আপনার দূতাবাসের নিয়ম অনুযায়ী সমস্ত কাগজ সঠিকভাবে প্রদান করা হয়। সমস্ত কাগজ জমা দিতে হবে নিম্ন ঠিকানায়:

☛ VFS, Salmon Centre, 1st floor, Gulshan Commercial Area, Road # 22. H # 4/A. Dhaka-1212.

☛ VFS, House 37A 1st Floor, Kumarpara, Sylhet.

কাজের সুবিধা : আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুযায়ী সপ্তাহে ২০ ঘন্টা কাজ করার সুযোগ পাবে।

মোঃ ফারুক হোসেন
mhfaruk2002@yahoo.com

দৈনিক জনকণ্ঠ
14-JAN-2007